BANGLADESH CENTRE OF THE
INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE

5th Floor House 11 Road 4 Block F
Banani Dhaka-1213 Bangladesh
Tel: +880 2 48814965, 48814966
email: iti@adexpressions.com

বিশ্ব নাট্যদিবস ২০২৬ বাণী

ইলিয়াম ডাফো- অভিনেতা এবং পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্র

আমি একজন অভিনেতা, মূলত চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে পরিচিত। তবে আমার আদি ভিত্তি থিয়েটারে গভীরভাবে প্রোথিত। আমি ১৯৭৭ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ওস্টার গ্রুপের সদস্য ছিলাম, যেখানে নিউ ইয়র্ক সিটির দ্য পারফর্মিং গ্যারেজে মৌলিক কাজ নির্মাণ ও প্রদর্শন করতাম এবং যা সারা বিশ্বে প্রদর্শিত হতো। আমি রিচার্ড ফোরম্যান, রবার্ট উইলসন এবং রোমিও ক্যাস্টেললুচির সাথে কাজ করেছি। বর্তমানে, ভেনিস থিয়েটার বিয়েনাল-এর শিল্পী-পরিচালক হিসেবে কাজ করছি। এই নিয়োগ, বিশ্বে চলমান ঘটনাবলী, এবং থিয়েটারে ফিরে যাওয়ার অদম্য কাঙ্ক্ষা এই মাধ্যমের অনন্য ইতিবাচক শক্তি এবং গুরুত্বের প্রতি আমাকে বিশ্বস্ত করে তুলেছে।

একেবারে শুরুর দিকে যখন নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক থিয়েটার কোম্পানি ওস্টার গ্রুপে কাজ করতাম থিয়েটারের কিছু কিছু প্রদর্শনীতে খুবই কম দর্শক পেতাম। পরিবেশকদের সংখ্যা দর্শকদের চেয়ে বেশি হলে শো বাতিল করার নিয়ম ছিল। কিন্তু আমরা তা কখনও করিনি। কোম্পানির অনেক সদস্যই থিয়েটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না, বিভিন্ন পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে থিয়েটার করতেন। ফলে "শো চলতেই হবে" এমন মূলমন্ত্র আমাদের ছিল না। তবুও দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আমরা ভেতরে থেকে তাগিদ অনুভব করতাম।

আমরা প্রায়ই দিনের বেলা অনুশীলন করতাম এবং সন্ধ্যায় শো করতাম। কখনও কখনও একটি শো নিয়েই বছরের পর বছর কাটাতাম, বিশেষ করে, যখন পুরোনো প্রদর্শনীগুলোর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। একটি নাটক নিয়ে বছরের পর বছর কাজ করা প্রায়ই বিরক্তির কারণ হতো এবং রিহার্সেল করাকে কিছুটা ক্লান্তিকরও মনে হতো। তবে এই চলমান শো গুলো সবসময় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, যদিও শুধুমাত্র ছোট পরিসরের দর্শকবৃন্দই আমাদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠার মূল্য দিতেন। এতে আমি শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, দর্শক যতই কম হোক না কেন, তারা যেভাবে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকে, তা থিয়েটারকে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে।

যেমন-জুয়া খেলার হলের সামনে লেখা থাকে "জিততে হলে আপনাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে"। তদ্রুপ থিয়েটারের শক্তি অভিনয়শিল্পী ও দর্শকের সরাসরি অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মাঝে নিহিত। সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে, থিয়েটার কখনোই আমাদের নিজেদের এবং বিশ্বকে বোঝার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন্ত ছিল না।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জটিল ও বিতর্কিত বিষয় হলো নতুন প্রযুক্তি এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং, যা সংযোগের প্রতিশ্রুতি দেয় বটে, তবে আদতে মানুষকে করে তোলে বিচ্ছিন্ন ও একাকী। আমি প্রতিদিন কম্পিউটার ব্যবহার করি, যদিও আমার কোনও সামাজিক মাধ্যম নেই। একজন অভিনেতা হিসেবে আমার নাম গুগল করেছি, এবং তথ্যের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) পরামর্শও নিয়েছি। তবে, আপনি দৃষ্টিহীন না হলে দেখতে পাবেন যে, মানব-সম্পর্ক ধীরে ধীরে প্রযুক্তিতে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। যদিও কিছু প্রযুক্তি আমাদের ভালো সেবা দিতে পারে, কিন্তু যোগাযোগের অন্য প্রান্তে কে বা কারা আছে, তা না জানার সমস্যাও গভীর। এবং একই সঙ্গে এটি মূল সত্য ও বাস্তবতা জানার ক্ষেত্রে একটি সংকট সৃষ্টি করে। যদিও প্রযুক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে, কিন্তু খুব কমই মানব বিস্ময়ের সম্পূর্ণ

BANGLADESH CENTRE OF THE
INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE

5th Floor House 11 Road 4 Block F
Banani Dhaka-1213 Bangladesh
Tel: +880 2 48814965, 48814966
email: iti@adexpressions.com

অনুভূতি ধারণ করতে পারে যা থিয়েটার সৃষ্টি করতে সক্ষম। একটি বিস্ময় বা মনোযোগ, ও সম্পৃক্ততা দর্শকদের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়।

একজন অভিনেতা এবং থিয়েটার নির্মাতা হিসেবে আমি থিয়েটারের শক্তিতে বিশ্বাসী। এমন একটি বিভক্ত, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং সহিংস বিশ্বে, থিয়েটার নির্মাতাদের চ্যালেঞ্জ হলো থিয়েটারকে কেবলমাত্র একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ বা ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যম বিবেচনা না করে এর মজ্জাগত শক্তি ব্যবহার করে মানুষ, মানবগোষ্ঠী, ও সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা কোথায় এগুচ্ছি সে-প্রশ্ন করা।

মহান থিয়েটারের কাজ হলো আমাদের চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং কল্পনা জগতকে উস্কে দেয়া।

আমরা সামাজিক প্রাণী এবং পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জৈবিকভাবে সৃষ্ট। প্রতিটি ইন্দ্রিয় একটি নতুন সাক্ষাতের প্রবেশদ্বার, এবং এই সাক্ষাতের মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিচয়কে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। গল্প বলা, নান্দনিকতার প্রকাশ, ভাষার ব্যবহার, নানা সামাজিক আন্দোলন, ও দৃশ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে থিয়েটার একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসেবে আমাদের দেখাতে পারে কী ছিল, কী আছে এবং আমাদের আগামী বিশ্ব কেমন হতে পারে।

ভাষান্তরঃ আবদুস সেলিম, সভাপতি - আইটিআই, বাংলাদেশ সেন্টার